প্রথম আলো

তারিখ ... 2 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ অব্যাহত, নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আইন বিভাগের এক শিক্ষককে চাকরিচ্যুতির নোটিশ দেওয়ার জের ধরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন তৃতীয় দিনে গড়িয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বিক্ষোভের সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মীদের হাতাহাতি হয়। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে টেলিফোনে তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুত শিক্ষককে লাঞ্ছনার অভিযোগ তদন্তে তিনজন অধ্যাপক, একজন শিক্ষার্থী ও একজন অ্যালমনাই সদস্য নিয়ে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ক্লাস রুটিন অনুযায়ী গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় আইন বিভাগের শিক্ষক ফারহান উদ্দিন আহমেদের ক্লাস ছিল। তাঁকে ক্লাস নিতে না দেওয়ায় সকাল থেকে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের সামনে জড়ো হতে থাকেন এবং প্রতিবাদ শুরু করেন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সড়কে অবস্থান নেন। তাঁরা 'ফারহান স্যারের অপমান মানি না, মানব না', 'উই ওয়ান্ট জাস্টিজ' 'ব্রিং ব্যাক ফারহান স্যার' স্লোগান দিতে থাকেন। পরে ওই শিক্ষক সড়কে 'সাংবিধানিক আইন' বিষয়ে প্রতীকী ক্লাস নেন।

শিক্ষার্থীরা বলেন, চুক্তির ভিত্তিতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ফারহান উদ্দিন আহমেদকে গত রোববার মানবসম্পদ বিভাগ থেকে চাকরিচ্যুতির নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকৃতি জানালে রেজিস্ট্রার বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা তাঁর আইডি কার্ড নিয়ে নেন এবং তাঁকে লাঞ্ছিত করেন।

গতকাল বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ বৃষ্টি শুরু হলে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচতলায় চলে আসেন। সেখানেও তাঁরা প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন। তাঁরা বলেন, প্রয়োজনে সারা রাত থাকবেন। রাত নয়টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাখালীর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ চলছিল।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আইন বিভাগের এক শিক্ষার্থী *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা উপাচার্যের কাছে শিক্ষককে লাঞ্ছনাকারী দুই সহকারী কর্মকর্তা ও রেজিস্ট্রারের বরখাস্ত চেয়েছেন। এসব বিষয়ে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলতে থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মীরা পৌনে ছয়টার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে দেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তি হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে আইন বিভাগের এক নারী শিক্ষার্থী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বের করে দিতে গিয়ে ব্র্যাকের নিরাপত্তাকর্মীরা আমার গায়ে হাত দেয়, আমাকে জোরে ধাক্কা দেয়। আমরা সামনেই ছিলাম।'

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিভাগের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ ও হুমকি দিচ্ছেন। এক ছাত্রী *প্রথম আলো*কে বলেন, বিকেল ৫টা ৪৮ মিনিটে তাঁর বাবাকে ফোন করে বলা হয়, আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল করা হবে। পরে রাত পৌনে নয়টায় ওই টেলিফোন নম্বরে ফোন করলে একজন কলটি ধরে জানায়, এটি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল নম্বর। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কেউ মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

শিক্ষার্থীদের এই বিক্ষোভ ও অভিযোগ নিয়ে কথা বলতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ শাহুল আফজালের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ধরেননি। পরে খুদে বার্তা পাঠালে তিনি উত্তরে ব্র্যাকের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান সোফিয়া খানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অথবা আপডেট পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট দেখতে বলেন। সোফিয়া খানের মুঠোফোন নম্বর চাইলে তিনি ফোনকল বিচ্ছিন্ন করে দেন।